103

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার রূপ ও আমাদের ত্রুটি

দিব্যেন্দু মজুমদার

প্রতিভার অসাধারণ বিকাশের মাধ্যম হিসাবে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের অবদান সেখানে অনুপস্থিত। শক্তিচর্চার এক অবাধ অনুকরণীয় পদ্ধতিতে প্রতিভাবানরা চরম উৎকর্ষ লাভ করছে। প্রথাগত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা যার গতিকে রুদ্ধ করত হয়তো। আমদের সৌভাগ্য তারা প্রথাকে ভেঙে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখন আমাদের জ্ঞান বিকাশের পথে এটাই পাথেয়।

উপরিউক্ত ঘটনা পর্যালোচনায় শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক অথবা ফর্মাল ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে পারে। কিছু যুব মানসে এটা একটা দৃঢ় ধারণা যে, এ পদ্ধতিতে প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে এক কথায় 'হ্যাঁ অথবা নয়া' বলা সম্ভব নয়, পদ্ধতির সুষ্ঠুতা নির্ণয় সমস্যাযুক্ত সংসারের আরেক বড় সমস্যা। জটিলতাপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। এ সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কারও মতে স্বতঃস্ফূর্ততার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয়। কারও মতে এটাকে দায়িত্ব হিসাবে চর্চা করতে হয়। তবে এসব তত্ত্বগুলোর মধ্যে কিছু মৌলিকত্ব পাওয়া যায়। প্রায় মতই একাডেমিক পদ্ধতিকে স্বীকার করে। শিক্ষালাভের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা তারা উপেক্ষা করেননি। জটিল বিশ্লেষণে না গিয়েও সহজাত ধারণা থেকে বোঝা যায় সবাই রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন হয় না। তাই বলে বাদবাকিরা পড়াশুনা ছেড়ে দেবে বা সবাইকে তাদের মতো হতে হবে এমন কোন কথা মানা যায় না। তাই বিদ্যালাভের জন্য একাডেমীর কাছে ফিরে যেতে হয় আমাদের। সৃজনশীলতা নষ্টের অভিযোগ যারা করেন তারা খেয়াল রাখেন না যে, তোতাপাখির মতো মুখস্থ করতে গেলেই এই বিপত্তিটা ঘটে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অক্ষম মস্তিষ্কই এই পন্থা অবলম্বন করে। এটা একাডেমীর দোষ নয় এবং প্রতিযোগিতার আদর্শও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য বিষয় নয়। আর এ ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ হয় না এ ধারণা ভুল। পাশ্চাত্য দেশের উন্নতিই তার প্রমাণ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেই তাঁরা কি রকম দক্ষ কাজেই তার প্রমাণ মেলে। জাপানে এককভাবে তেমন কোন প্রতিভা তৈরি হয়নি বটে। কিন্তু তাদের সামগ্রিক দক্ষতা তো প্রশ্নাতীত। সুতরাং শিক্ষা পদ্ধতিতে ধারাবাহিক শিক্ষার বিকল্প নেই। এখন প্রতিষ্ঠান কিভাবে তার শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনা করছে তা অবশ্য বিবেচ্য বিষয়।

উন্নত বিশ্বে শিক্ষকদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার ব্যাপারেও বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে সেসব উন্নত ব্যবস্থা দূরে থাকুক, ন্যূনতম সচেতনতা শিক্ষক-ছাত্র তথা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রক সরকারেরও নেই। তাই উন্নত কর্মী উৎপাদনে প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হয়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার প্রধান উপাদান যেখানে বেঞ্চ সেখানে উৎপাদন যে কতটুকু মানসম্পন্ন হয় তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার দরুন শিক্ষা লাভের চেয়ে প্রতিযোগিতাই মুখ্য হয়ে যায়। অন্যদিকে দুর্বল প্রশাসনের জন্য প্রতিযোগিতায় আমদানি হয় দুর্নীতির। চক্রাকার সমস্যা এমনি নতুন সমস্যাই সৃষ্টি করে।

আমরা স্বীকার করি অসমর্থ অর্থনৈতিক অবস্থাকে। কিন্তু এটারও পরিপূরক শিক্ষা। এছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির স্থূলতাও এর পরোক্ষ দায়ভাগী। তবুও আমাদের হতাশ হওয়া বা অদূর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকা অনুচিত। এ অবস্থাকে স্বীকার করে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। এ ব্যাপারে সম্পৃক্তজনেরা তাদের দায়িত্ববোধ উদ্দীপ্ত করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে পারে।